Department of Patents, Designs and Trade Marks

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

THE
GEOGRAPHICAL INDICATION
(GI)

JOURNAL

May, 2023

GI Journal No.19

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

Published on : 04-09-2023
04-09-23

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদন পত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (**mechanism**) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন** ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে ঃ

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-২৮

আবেদনের তারিখ : ২৫-১০-২০১৭

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল"

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নামঃ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

খ) ঠিকানাঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

ফোন ঃ ০২-৯১০১৯৩২

ফ্যাক্স ঃ ০২-৯১১০৩২৬

ই-মেইল ঃ dg @ dis.gov.bd

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকারঃ** প্রাণিসম্পদ।

ঙ) **স্পেসিফিকেশন ঃ "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল"**-এর স্পেসিফিকেশন নিম্নরূপ ঃ

আকার ঃ আকারে ছোট।

দৈহিক ওজনঃ প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার ওজন ২৫-৩০ কেজি, ছাগীর ওজন ২০-২৫ কেজি।

উচ্চতাঃ বয়স্ক ছাগলের উচ্চতা ৪২-৫৬ সে.মি. এবং লম্বায় ৮০-৯০ সে. মি।

কানঃ ছোট ১২-১৩ সে.মি এবং শরীরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকে।

শিংঃ সরু ও উর্ধ্বমুখী। ছাগীর শিং ৫-৬ সে. মি. এবং পাঁঠার শিং ১১-১২ সে. মি।

দাড়িঃ প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার সাধারণতঃ দাড়ি থাকে।

গায়ের রং ঃ সাধারণত কালো হয় ঃ তবে সাদা, খয়েরী, সাদা-কালো, খয়েরী-কালো, খয়েরী-সাদা রং এর হতে পারে।

দেহের লোম ঃ খাটো, সুবিন্যস্ত রেশমী ও কোমল।

বয়স ঃ প্রাপ্তির বয়স ঃ সাধারণ ঃ ৫-৭ মাস।

বাচ্চা প্রদানে বিরতিকাল ঃ সাধারণত ঃ ৬-৭ মাস।

চ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ** "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" বিভক্ত খুর বিশিষ্ট (hoofed) রোমন্থক (ruminant) প্রাণি। এটি বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ, যা বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে এদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। Black Bengal West (BBW), Black Bengal Central (BBC) এবং Black Bengal Hilly (BBH) "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" আকারে ছোট, এদের সামনের পা খাটো এবং পিছনের পা তুলনামূলক লম্বা। গায়ের রং সাধারণত কালো তবে সাদা, খয়েরী সাদা-কালো, খয়েরী কালো খয়েরী-সাদা ইত্যাদি রং হয়ে থাকে। এ জাতের কমপক্ষে সাত ধরনের Coat colour pattern দেখতে পাওয়াঃ সম্পূর্ণ কালো, সম্পূর্ণ সাদা, Toggenburg pattern দাগযুক্ত কালো, Toggenburg pattern দাগযুক্ত খয়েরী, Dutch belt দাগযুক্ত কালো, wild type pattern রূপালী বেজায়ার, wild type pattern খয়েরী বেজায়ার, (Chowdhury et al, 2012)।

বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

বয়স্ক ছাগলের উচ্চতা ৫০-৬০ সে.মি. এবং লম্বায় ৮০-৯০ সে.মি.। এদের কান ছোট ১২-১৩ সে.মি., চোখা এবং শরীরের সাথে সমান্তরাল। ছাগীর শিং ছোট (৫-৬ সে.মি.) সরু এবং উর্ধ্বমুখী। কিন্তু পাঁঠার শিং তুলনামূলকভাবে বড় (১১-১২ সে.মি.) মোটা এবং পিছনের দিকে বাঁকানো (Chowdhury and Faruque,2001)। পাঁঠার সাধারণত দাড়ি থাকে। দেহের লোম খাটো, সুবিন্যস্ত, রেশমী ও কোমল। পাঁঠার ওজন ২৫-৩০ কেজি, ছাগীর ওজন ২০-২৫ কেজি। এরা দ্রুত বয়ঃপ্রাপ্ত হয় বা গর্ভধারণ করে এবং সাধারণত ১২-১৫ মাসের মধ্যে প্রথম বাচ্চা দেয়। এরা ৭-৮ মাস পর পর বাচ্চা প্রদান করে থাকে। প্রথমবারে সাধারণত (৮০% ক্ষেত্রে) ১ টি বাচ্চা দেয়। তবে দ্বিতীয়বার থেকেই ৬০% ক্ষেত্রে ২ টি থেকে ৩ টি বাচ্চা দেয় বিশেষ ক্ষেত্রে ৪ টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ১৫ মাসে দুইবার এবং ছাগী প্রতি ২.৮টি পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যায়। "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" এর ড্রেসিং পারসেন্টেজ সাধারণত ৪৫-৪৭%। তবে মোট খাদ্যযোগ্য (Edible) মাংস উৎপাদনের পরিমাণ মোট ওজনের প্রায় ৫৫%। অর্থাৎ একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল থেকে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায়।

(ছ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ** "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ছাগল পালন করা হয়। বাংলাদেশের মানচিত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা দেখানো হয়েছে।

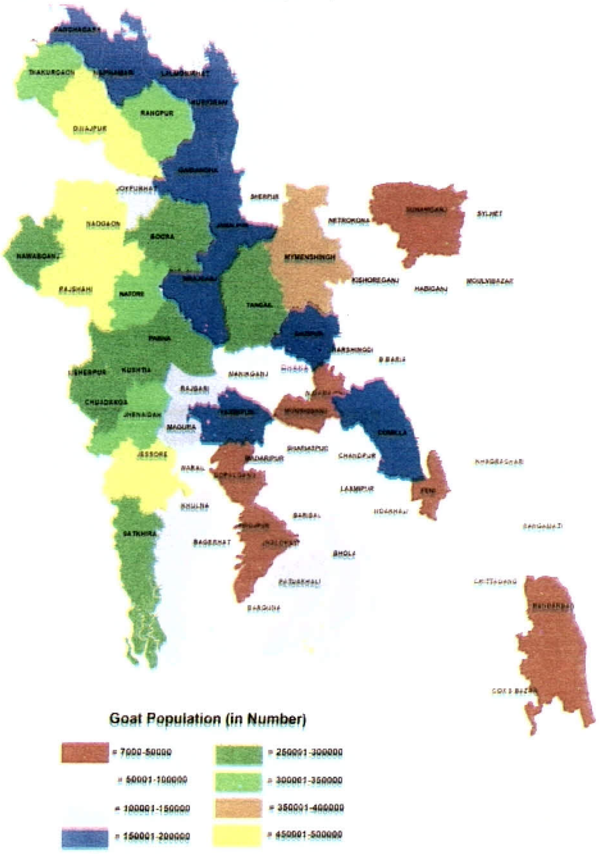

মানচিত্রে বাংলাদেশ "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" এর সংখ্যাগত অবস্থান

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি): ছাগল বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১১০০০ বছর পূর্বে বর্তমান ইরানের আলিকোশ পর্বতমালায় বিজোয়ার (Bezoar) ও আইবেক্স (Ibex) নামক বন্য প্রাণীর ডোমিস্টিকেশন করা হয়। এর মধ্যে বিজোয়ার বাংলাদেশ প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের পূর্ব পুরুষ। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে যে ছাগল দেখা যায় তা দক্ষিণ চীন তিব্বতের মালভূমি হয়ে এখানে এসেছে এবং অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" রূপে পরিচিতি পেয়েছে (ছাগল পালন ম্যানুয়েল-২০২৩)। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" অব্যাহতভাবে আনুমানিক ১১০০ খ্রিস্টাব্দ হতে বাংলাদেশে উৎপাদন হয়ে আসছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ২.৫৯ কোটি ছাগলের মধ্যে অধিকাংশই (৯০-৯৫%) "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল"। এই জাতের ছাগল প্রাণিসম্পদের একমাত্র নিজস্ব জাত হিসাবে পরিচিত। সাধারণত: ৯৮% ছাগলই গ্রামে পারিবারিকভাবে পালন করা হয় এবং বেশীর ভাগ পালনকারী ভূমিহীন কৃষক। যাদের পক্ষে গাভী কেনা সম্ভব নয়, তারা সহজেই ছাগল কিনে পালন করতে পারেন। সেজন্য "বাংলাদেশ **ব্ল্যাক** বেঙ্গল ছাগল"কে "গরীবের গাভী" বলা হয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক দিক থেকে "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নাল Small Ruminant Research এ প্রকাশিত "Mapping molecular diversity of indigenous goat genetic resource of Asia (Kathiravan et al, 2017)" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল"কে বাংলাদেশের নিজস্ব জাত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। Food and Agricultural Organization/ International Atomic Energy Agency পরিচালিত উক্ত গবেষণায় এশিয়ার ৯ টি দেশের ৫৭ জাতের ছাগলের সংগৃহীত নমুনার মলিকুলার ম্যাপিং এনালাইসিস এর মাধ্যমে বাংলাদেশেই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের উৎস হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। অপর একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নাল Animal Genetics এ প্রকাশিত "Microsatelite DNA markers indicate three genetic lineages in East Asian Indigenous goat populations (k. Nomura et al, 2012)" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে পূর্ব এশিয়ায় প্রাপ্ত ছাগলের DNA এনালাইসিস এর মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের উৎস হিসাবে বাংলাদেশকে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল Bangladesh journal of Animal Science এ প্রকাশিত "Genetic Variation and Relations in Different Goat Populations of Bangladesh (M.F. Afroz et al, 2010)" শীর্ষক প্রতিবেদনে ১৫টি Microsatellite market এর সাহায্যে বাংলাদেশে প্রাপ্ত ছাগলের ১৮১ টি নমুনার মধ্যে ১১৫ টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের নমুনা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। উল্লিখিত আন্তর্জাতিক ও এশীয় গবেষণা প্রতিবেদন থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" এর উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশে।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতিঃ "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" সাধারণত পাঁচটি পদ্ধতিতে লালন পালন করা যায়। যেমন:

১) পারিবারিক ক্ষুদ্র খামারে পালন
২) মুক্ত (এক্সটেনসিভ) পদ্ধতিতে পালন
৩) আধা নিবিড় (সেমি ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে পালন
৪) নিবিড় (ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে পালন
৫) সমন্বিত (ইন্টিগ্রেটেড) পদ্ধতিতে পালন

১) পারিবারিক ক্ষুদ্র খামারে পালনঃ এই পদ্ধতিতে পারিবারিকভাবে পালনের জন্য ২-৫ টি ছাগল রাখা হয়। এক্ষেত্রে ছাগলের জন্য পৃথক আবাসনের প্রয়োজন হয় না। খামারীগণ গোয়াল ঘরে বা নিজেদের ঘরে ছাগল রাখতে পারেন। ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঘাস ও দানাদার খাদ্য দিতে হয়। সাধারণত ১৫-২০ কেজি ওজনের বয়স্ক ছাগলের জন্য দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি কাঁচা ঘাস প্রয়োজন। ভাল চারণভূমি থাকলে অতিরিক্ত ঘাস খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। অন্যথায় বাড়ীর পাশে, আবাদি বা অনাবাদি জমিতে উচ্চ ফলনশীল ঘাস নেপিয়ার, পারা জার্মান চাষ করে সরবরাহ করা যেতে পারে। সাধারণত ছাগলকে কুড়া, ভূষি, চাউলের ক্ষুদ, ভাতের মাড় ইত্যাদি দানাদার খাদ্য হিসাবে সরবরাহ করা যায়।

২) মুক্ত (এক্সটেনসিভ) পদ্ধতিতে পালনঃ যেসব পরিবারের চাষযোগ্য জমি নেই কিন্তু কাছাকাছি চাষাবাদের অনুপযোগী উঁচু জমি যেমন পাহাড়, পুকুর পাড়, রাস্তার ধার ইত্যাদি রয়েছে তারা এই পদ্ধতিতে সাধারণত ৮-১০ টি ছাগল পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে ছাগলের পালকে পাহাড়ের ঢাল, নদীর তীর, রাস্তার ধারের লতা গুল্ম ইত্যাদি খাওয়ানো যায়। শুধু রাতে আবাসনের ব্যবস্থা করলেই হয়। এদেরকে রাতে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৩) আধা নিবিড় (সেমি ইন্টেনসিভ): এক্ষেত্রে ছাগলকে দিনে মাঠে চড়ানো হয় এবং রাতে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। এদেরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করার জন্য ঘাস এবং দানাদার খাদ্য সম্পূরক হিসাবে সরবরাহ করা হয়।

৪) নিবিড় (ইন্টেসিভ) পদ্ধতিতে পালন ঃ এক্ষেত্রে ছাগলকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ছাগলের প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে করা হয়। ঘাস সরবরাহের জন্য বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ননলিগুম যেমন ভুট্টা, নেপিয়ার এবং লিগুম যেমন খেসারী, মাসকলাই জাতীয় ঘাস চায় করতে হবে।

৫) সমন্বিত (ইন্টিগ্রেটেড) পদ্ধতিতে পালনঃ এক্ষেত্রে নারিকেল, সুপারি, রাবার, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা বা লিচু বাগানে আধা নিবিড় বা পারিবারিক ভাবে পালন করা যায়। ফলজ বৃক্ষের নিচে নেপিয়ার, পেঙ্গোলা, পারা, মাসকলাই জাতীয় ঘাস চাষ করে সেখানে চরানো যায় এবং ফল বাগানের বিভিন্ন পাতাও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্যঃ

১। **বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলঃ** মাংস ও চামড়ার আন্তর্জাতিক বাজারে অনন্যঃ বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বামন আকৃতির একটি ছাগলের জাত। এরা বেশীরভাগ কালো রঙ্গের হয় তবে সলিড সাদা, সলিড বাদামী, সাদা-কালো মিশ্রণ বা অন্যান্য রঙের ছাগল ও দেখা যায়। এদের চেনার বিশেষ উপায় হচ্ছে কান দু'টো একেবারে খাঁড়া-খাঁড়া, দেহের লোম সব জায়গায় প্রায় সমান লম্বা ও সারাদেহে সমানভাবে বিস্তৃত, পা খাটো এবং দেহ আটোসাটো। প্রাপ্ত বয়স্ত খাসী/পাঁঠা ছাগলের দৈহিক ওজন হয় ২৫ থেকে ৩০ কেজি।

বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের উৎপত্তি বাংলাদেশ এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কম সময়ে অধিক বাচ্চা ও ছাগলের সুস্বাদু মাংস প্রাপ্তি। কম সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, বছরে দু'বার বাচ্চা দেওয়া, একবার অধিক সংখ্যক বাচ্চা দেওয়া, পরিবেশের সাথে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া, গ্রেজিং পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণে পটু ও খারাপ মানের খাদ্য খেয়ে বাচ্চা ও মাংস উৎপাদন করা, মাংসে চর্বির পরিমাণ কম ও মাংস খুব সুস্বাদু এবং চামড়ার গুণগতমান অনেক উন্নত ও বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া দিয়ে অনেক দামী জিনিস তৈরী করা হয় ইত্যাদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলকে ছাগলের জাত থেকে আলাদা করে দিয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল আছে যেগুলো বাংলাদেশের সর্বত্র লালন-পালন করা

২। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংস সুস্বাদু ও আন্তর্জাতিক বাজারে অনন্য ঃ বাংলাদেশে ছাগল পালন করা হয় মাংস পাওয়ার জন্য। ছাগলের মাংস বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। সকল ধর্মের লোকেরা ছাগলের মাংস খায় এবং পছন্দ করে। মাংস কোমল ও স্বাদে বেশীরভাগ লোকের কাছেই গ্রহণযোগ্য। বিয়ে-পার্বন-অনুষ্ঠানে ব্যাপক সমাদৃত। USDA Institutional Meat Purchase Specifications (IMPS) এর IMPS CODIFICATION ORDERINএ SYSTEM FOR FRESH GOAT অনুসরণ করে ১১ নং কোড অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংস বিদেশেও রপ্তানী করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল Selection No.2 live goats and/or carcasses সকল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

Selection No. 2 live goats and/or carcasses have an average meat type conformation without regard to the presence of fat cover. They shall be moderately muscled throught the body as indicated by a slightly thick and a slightly pronounced outside leg (biceps femoris and semitendinosus), a slightly full (Flat or slightly shallow) back strip (longissimus dorsi), and a slightly thick to slightly thin outside shoulder (triceps brachii group).

মাংসের গুণাগুণ ও গ্রেড বোঝার জন্য ১২ ও ১৩ তম কশেরুকা (Ribs) এর রিব আই এরিয়াতে মাংসের সাথে চর্বির পরিমাণ ও বিন্যাস (Marbling) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। এর উপর ভিত্তি করেই সাধারণত: মাংসের গ্রেডিং ও দাম নির্ধারিত হয়। চর্বির সর্বোচ্চ পরিমাণ (Fat limitations) বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংস Code 3: Practical free (75% lean/seam surface exposed and fat thickness maximum at any point 0.1 inch).

বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংস বা কাট-এর রং dehydration, aging, and/or microbial activity-র কারণে খুবই সামান্য রং-এ (গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে) পরিবর্তিত হয়। মাংসের গন্ধছাড়া আলাদা কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। কারকাসের ওজন ৫.৫ থেকে ৭.৪ কেজি হয়, যেটি Item No.11-০-০০- Goat Carcass weight range code 1 (15 Ibs or less)-র মধ্যে পড়ে। বেশীরভাগ ছাগল (৯৫%-র বেশী) ৯ মাস থেকে ২৪ মাসের মধ্যে হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা হয়, যার মাংস Kid or Yearling Goat Meat নামে পরিচিত। ছাগলের জবাই করার বয়স ও চর্বির পরিমাণে মাংসের গুণাগুণ বিচার করলে মাংসে Tenderness অনেক বেশী, মাংস অনেক ভালো মানের (Choice to prime quality) যে আন্তর্জাতিক বাজারে বেশী দামে বিক্রি করা সম্ভব।

৩। **চামড়া অধিক গুণগত মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিশ্বস্তঃ** বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া সারা বিশ্বে সমাদৃত। বাংলাদেশে একই আবহাওয়া ও ব্যবস্থাপনায় লালন-পালন করা এক থেকে দেড় বছরের ২৫ টি বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া ও ২৫ টি সংকর জাতের ছাগলের চামড়ার উপর পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া গুণগতভাবে অনেক উপরে ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। UNIDO Acceptable Quality Limit অনুযায়ী ছাগলের চামড়ার Tensile Strength যেখানে ২০ নিউটন প্রতি বর্গমিলিমিটার প্রয়োজন সেখানে বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের প্রতি বর্গ মিলিমিটার চামড়াতে রয়েছে গড়ে ২২-৯৫ নিউটন Stich Tear Strength যেখানে ৬০ নিউটন প্রতি মিলি মিটার প্রয়োজন সেখানে বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের প্রতি মিলিমিটার ছাগীর চামড়াতে রয়েছে গড়ে ১২২.৫৮ নিউটন Tear Strength যেখানে ৪০ নিউটন প্রতি মিলি মিটার প্রয়োজন সেখানে বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের প্রতি মিলিমিটার চামড়াতে পাওয়া গেছে গড়ে ৬০.৯৯ নিউটন। একইসাথে চামড়ার গুণগতমান বিচারের জন্য Percent of elongation and softness খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। UNIDO Acceptable Quality Limit অনুযায়ী ছাগলের চামড়ার Percent of elongation যেখানে ৪০ এর নিচে হওয়া যায় না ও বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়াতে প্রায় ৫১.৫৯%। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগীর চামড়ার কোমলতা ৪.১ মিলিমিটার।

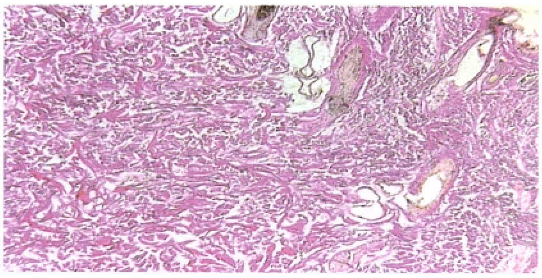
বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া

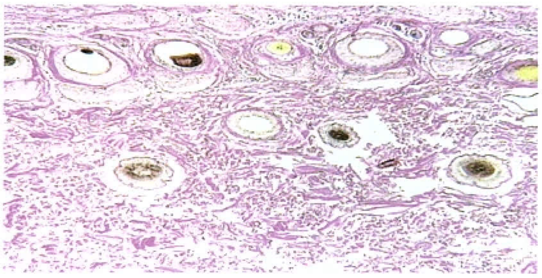
অন্য জাতের ছাগলের চামড়া

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া ও অন্য ক্রস জাতের ছাগলের চামড়ার একটি তুলনামূলক গবেষণায় দেখা যায়, ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়ায় Collagen Fiber গুলো ঘন ও সুন্দরভাবে বিস্তৃত, Hair follicle, Sebaceous glands or sweet glands, lymphs-র সংখ্যা অনেক কম। একইভাবে, hair pore density বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়ায় অন্য জাতের ছাগলের চামড়ার তুলনায় অনেক কম এবং আকৃতিতে ছোট ও গোলাকার, যেটি প্রমাণ করে বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া লেদার Process করার সময় কম পরিমাণে Chemical লাগবে, চামড়া নরম হবে এবং দামী জিনিস তৈরি হবে। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া ও তা হতে উৎপাদিত চামড়াজাত দ্রব্য সারাবিশ্বে সমাদৃত।

বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল সত্যই গুণে-মানে অন্যান্য। আমাদের জাতীয় ও পর্বের এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার্থে সকলের এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।

ট) বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস কেন অনন্য/বিশেষ গুণসম্পন্ন ঃ

১। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংসের মার্বেলিং স্কোর অনেক উঁচু (৪ থেকে ৫) মানের হয় যেটি মাংসের গুণাগুণ প্রকাশের সবচেয়ে বড় নিয়ামক। মাংসের ভিতর ইন্ট্রামাসকুলার ফ্যাট ব্যাপকভাবে এবং সব জায়গায় সমান-ভাবে বিস্তৃত থাকে যেটি উচ্চমানের মার্বেলের স্কোর নির্ধারণ করে।

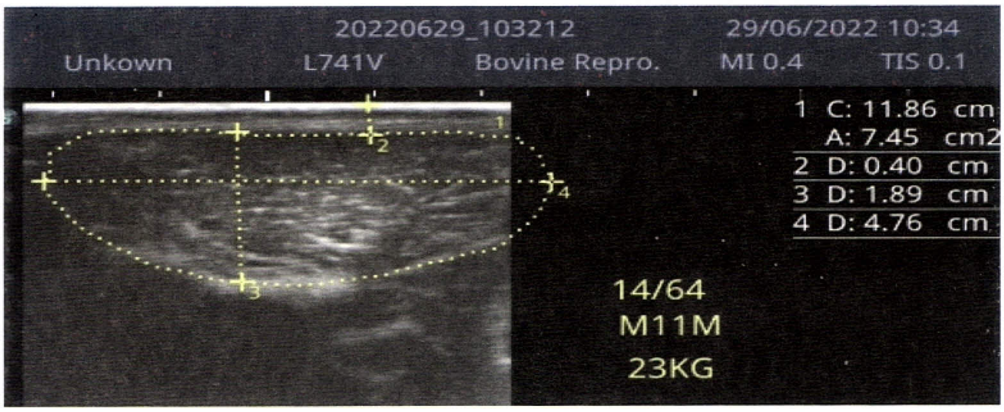

২। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংসপেশীগুলো দৃঢ়, ঘন এবং টানযুক্ত হয় যেটি মাংসের কোমলতা বাড়ায়। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিশেষজ্ঞ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামারীদের মাধ্যমে যারা বহু বছর ধরে ছাগল পালন দক্ষতা অর্জন করেছে এবং নিশ্চিত করে যে তাদের ছাগলগুলো সবসময় একটি চাপযুক্ত পরিবেশে চারণ অবস্থায় থাকে যা মাংসের ইন্ট্রামাসকুলার ফ্যাটকে সমানভাবে ও ব্যাপকহারে বিস্তার ঘটিয়ে ভালো স্কোরের মার্বেলিং সমৃদ্ধ মাংস উৎপাদনে সাহায্য করে। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনে কখনই বৃদ্ধি প্রবর্তক, স্টেরয়েড, হরমোন বা এমন কোন ঔষধ দেওয়া হয় না যাতে ছাগলের ওজন বাড়ে।

৩। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংসপেশীগুলো ছোট ছোট বান্ডিল আকারে থাকে। মাংসপেশীতে একটি পাতলা **Septa** **এবং সূক্ষ্ম টেক্সারের হয়।**

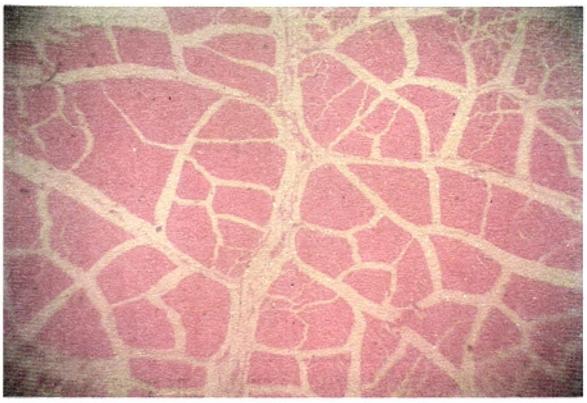

৪। বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস অধিক পুষ্টিগুণসম্পন্ন। মাংসে ক্রুড প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ২৬-৩৫ ভাগ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ক্ষতিকর চর্বির পরিমাণও কম। কম কোলেস্টেরলযুক্ত ও সুস্বাদু গন্ধ

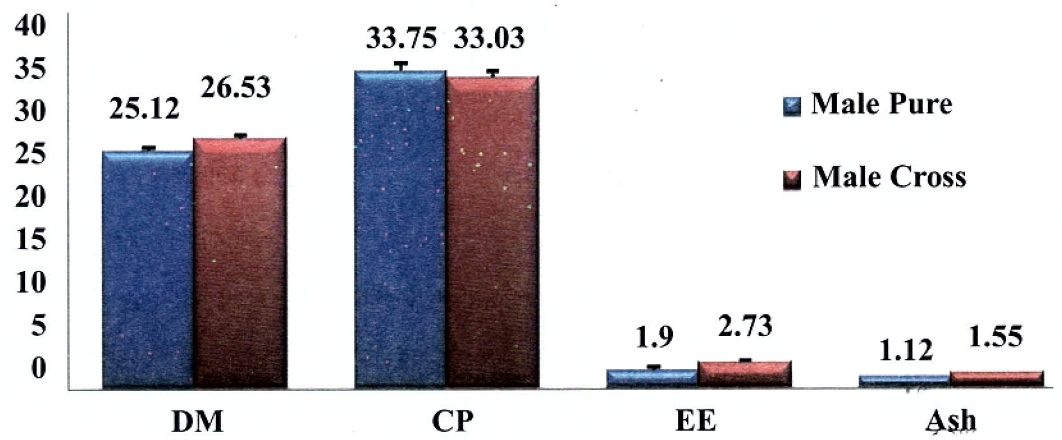

(ঠ) **ব্যবহারকাল** ঃ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল"** অব্যাহতভাবে আনুমানিক ১১০০ খ্রিস্টাব্দ হতে বাংলাদেশে উৎপাদন হয়ে আসছে।

(ড) **পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ** ঃ এ্যানিমেল ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ, এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রী অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত কর্তৃপক্ষ এই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের গুণগতমান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণী বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা পূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করবেন।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-(ক)-১৯১/২০২৩-২০২৪/(শিল্প)-০৪-০৯-২০২৩-২০০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman,Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Brenjon chambugong, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.